প্রেসিডেন্ট এরশাদ বৃহস্পতিবার টঙ্গীতে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধনকালে এরশাদ

ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করুন

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ বলেছেন, ইসলামী আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে হলে আমাদের অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে টঙ্গীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিক্ষা, আইন, বিচার ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি এ কে এম নুরুল ইসলাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর এন এম মমতাজউদ্দীন চৌধুরী এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি মওলানা মান্নান বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের জনগণ সুন্নাহ ও ইসলামী মূল্যবোধে গভীরভাবে বিশ্বাসী আর তাঁদের এ বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে আমার সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে আমরা সব সময় সচেষ্ট হয়েছি। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, যাকাত তহবিল গঠন, ইসলামিক বিধান অনুযায়ী পারিবারিক আদালত চালু করা ইত্যাদির উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন: দেশের সর্বত্র হাজার হাজার মসজিদের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। ইমাম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ইসলামী স্বর্ণযুগের সময়কার মত মসজিদকে নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে। বিভাগীয় ও সাবেক জেলা শহরগুলোতে পরিকল্পিত ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জানান যে তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে এধরনের আরও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। চার হাজার মসজিদে পাঠাগার

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 APR 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ইসলামী মূল্যবোধ

(১ম পৃঃ পর)

স্থাপন এবং আরও ১৮ হাজার ইমামের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের এসব কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইসলামী আদর্শ ও জীবনবোধ প্রতিষ্ঠায় আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন ঘোষণা করে বলেন, জাতীয় জীবনে আজ সূচিত হচ্ছে এক নতুন অধ্যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হবে; আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্থাপিত হয়েছে এ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি এই মর্মে আশা ব্যক্ত করেন যে নবপ্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র দেশের নয়, বিশ্বেরও একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষা গোপনে লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়। অবশ্যই এর একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আর সে লক্ষ্য শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে ও ক্লাসরুমকে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে পরিণত করা কিংবা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়।

জ্ঞানার্জনে ব্রতী হওয়ার জন্যে শিক্ষার্থীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, দেশের আগামী দিনগুলোর জন্যে তাদের বড় বেশি প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার শিক্ষকদের ভাগ্যোন্নয়নে সব সময়ই সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে শিক্ষকদের জন্যে মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩১ কোটি টাকা। ১৯৮৬-৮৭ সালে এ পরিমাণ বেড়ে ২৫০ কোটিতে দাঁড়াবে।

মন্ত্রী বিচারপতি এ কে এম নুরুল ইসলাম বলেন, ইসলামী বিষয় এবং বিজ্ঞানসহ সাধারণ শিক্ষার সুষম সমন্বয় সাধনই হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ডক্টর মমতাজউদ্দীন চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় জানান যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১৯৮৩ সালের জুলাইতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ভাইস চান্সেলর প্রেসিডেন্টকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতীক প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য, কূটনৈতিক মিশনের সদস্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলরগণ এবং পদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।